২০ M.Q 99

A) কান্টের সংশ্লেষক অবধারন ও বিশ্লেষক অবধারনের মধ্যে তুলনা কর। /5

B) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারন বলতে কি বোঝায়? 15

~~কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর~~।

V.V.I

~~Ans:~~ C) কান্টের মতে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারন কি ভাবে সম্ভব? /10

Ans:-> (A) জার্মান দার্শনিক কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থের জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনাকেই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে গ্রহন করেছেন। কান্টের মতে যথার্থ জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। (i) সার্বজনীনতা (ii) নতুনত্ব। কান্ট বলেন, জ্ঞান সর্বদাই অবধারনের আকারে প্রকাশিত হয়। অবধারন বলতে কান্ট বুঝিয়েছেন, যার সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

অবধারন বা বিধানকে কান্ট দুভাগে ভাগ করেছেন — (i) বিশ্লেষক ও (ii) সংশ্লেষক অবধারন। যে অবধারনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদের ধারনা বিশ্লেষন করেই বিধেয় পদটি পাওয়া যায়, বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য বিষয়ে নতুন কোন তথ্য দান করে না তাকেই বলা হয় বিশ্লেষক অবধারন। যেমন, 'সকল জড়দ্রব্য হয় বিস্তৃতিসম্পন্ন' এই অবধারনটির ক্ষেত্রে বিধেয় 'বিস্তৃতিসম্পন্ন' ধারনাটি উদ্দেশ্য 'জড়দ্রব্যের' বিশ্লেষনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। কান্ট বলেন, বিশ্লেষক অবধারনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এই অবধারনগুলি অনিবার্য বা সার্বজনীন। এই অবধারনের সার্থকতা এই যে, উদ্দেশ্যের ধারনায় যা অস্পষ্ট থাকে বিধেয়র মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। এই অবধারনের মূলে আছে বিরোধাত্মক নিয়ম। তাই এই অবধারনগুলির যাথার্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

যে অবধারনে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান দেয় অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষন করলে বিধেয়কে পাওয়া যায় না তাকে সংশ্লেষক অবধারন বলে। যেমন, 'সকল জড়দ্রব্য হয় ভারী', এখানে বিধেয় 'ভারী' উদ্দেশ্য 'জড়দ্রব্যকে' বিশ্লেষন করলে পাওয়া যায় না, বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য বিষয়ে নতুন তথ্যের সন্ধান দেয়। এইরূপ অবধারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। তাই এই সকল অবধারন অনিবার্য নয়, যদিও এর মধ্যে নতুনত্ব থাকে। কান্টের মতে সংশ্লেষক অবধারনগুলি সার্বিকতা দাবী করতে পারে না, কারন সার্বিকতা অনিবার্যতাগত এবং অনিবার্যতা প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, প্রত্যক্ষপূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্লেষক অবধারনগুলি সার্বজনীন এবং অনিবার্য। কারন এগুলি অভিজ্ঞতাপূর্ব। অপরদিকে, সংশ্লেষক অবধারনগুলি সার্বজনীন নয় কারন এগুলি অনিবার্য নয়, যেহেতু এগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু অনিবার্যতা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, এটি হল অভিজ্ঞতাপূর্বের লক্ষন। বিশ্লেষক অবধারনগুলি অনিবার্য হলেও এদের মধ্যে নতুনত্ব থাকে না। অপরদিকে, সংশ্লেষক অবধারনগুলি নতুনত্বের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও সার্বজনীন নয়। তাই কান্ট বলেন, এই দুটি অবধারন কোনটিই প্রকৃত জ্ঞান পদবাচ্য নয়। কারন জ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য যেমন নতুনত্ব অপর বৈশিষ্ট্য তেমনি সার্বজনীনত্ব বা অনিবার্যতা।

(B) [কান্টের মতে যথার্থ জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে — i) সার্বজনীনতা ii) নতুনত্ব। কান্ট বলেন জ্ঞান সর্বদাই অবধারনের আকারে প্রকাশিত হয়।

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারনের আলোচনা প্রসঙ্গে কান্ট বলেন যে, বিশ্লেষক অবধারনগুলি সার্বজনীন এবং অনিবার্য, যেহেতু এইরূপ অবধারন অভিজ্ঞতাপূর্ব। অপরদিকে সংশ্লেষক অবধারনগুলি সার্বজনীন বা অনিবার্য না হলেও এইরূপ অবধারন নতুনত্বের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই কান্ট বলেন, এই দুটি অবধারন কোনটিই প্রকৃত জ্ঞান পদবাচ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে কান্ট বলেন যে, আর এক শ্রেনীর সংশ্লেষক অবধারন আছে, যেগুলি অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয় এবং ঐ সকল অবধারনে উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লে~~ষন~~ করে বিধেয় পদের ধারনা লাভ করা যায় না। অথচ ঐ অবধারনগুলি অনিবার্যতা ও [illegible] সার্বজনীনত্ব দাবী করে এবং যেহেতু অনিবার্যতা অভিজ্ঞতাপূর্বের

Scanned with CamScanner

তাই ঐ সকল সংশ্লেষক অবধারনগুলি অভিজ্ঞতাপূর্ব। কান্টের মতে, এইরূপ অনিবার্য সংশ্লেষক অবধারনই একমাত্র জ্ঞান পদবাচ্য। এইরূপ অবধারনের অস্তিত্ব বিষয়ে কান্ট নিশ্চিত ছিলেন।] অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক অবধারনের উদাহরন দিতে গিয়ে কান্ট কার্যকারন বিধির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটি কার্যের কারন আছে'— এই অবধারনটি একদিকে সংশ্লেষক, অপরদিকে অনিবার্য এবং তাই পূর্বতঃসিদ্ধ। এই অবধারনটিকে কান্ট সংশ্লেষক বলেছেন কারন এই অবধারনটির ক্ষেত্রে বিধেয় 'কারনের' ধারনাটি উদ্দেশ্য 'কার্যের' ধারনার মধ্যে নিহিত নেই, তাই এটি সংশ্লেষক। এই অবধারনটি সার্বজনীন এবং অনিবার্য, তাই এটি অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। সুতরাং এটি পূর্বতঃসিদ্ধ। কান্ট আরও বলেন যে, সমস্ত বিশুদ্ধ গানিতিক অবধারন হল অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক অবধারন। [উদাহরনস্বরূপ তিনি বলেন যে, 7+5=12 এই গানিতিক অবধারনটি একদিকে সংশ্লেষক অপরদিকে অনিবার্য। এটি সংশ্লেষক কারন বিধেয় '12' এই ধারনাটি উদ্দেশ্য '7 ও 5' এই দুটি সংখ্যার বিশ্লেষনের দ্বারা পাওয়া যায় না। এই অবধারনগুলি যেহেতু অনিবার্য তাই প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, প্রত্যক্ষপূর্ব। বিশুদ্ধ গানিতিক বচনের মতই বিশুদ্ধ জ্যামিতিক বচনগুলিকেও কান্ট অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন বলেছেন।] এইরূপ বচনের উদাহরন দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দুটি বিন্দুর অন্তঃস্থিত সরল রেখাটির প্রসার ক্ষুদ্রতম' এই অবধারনটি সংশ্লেষক কারন 'ক্ষুদ্রতম' এই ধারনাটি উদ্দেশ্য 'সরল রেখা' ধারনার মধ্যে নিহিত নেই। একমাত্র বৌদ্ধিক অনুভূতিতেই এই ধারনাটি পাওয়া যায়। এই অবধারনটি অনিবার্য কারন এটি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ। গনিতের ন্যায় বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানেও এবং অধিবিদ্যায় কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

---

c) [illegible] এখানে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে এই ধরনের পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারন সম্ভব হয়? কান্টের এই সমস্যাটির সাথে প্রধান ভাবে যুক্ত অনিবার্যতা ও সার্বজনীনত্বের প্রশ্ন। কান্ট বলেন যে, অনিবার্যতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, ইন্দ্রিয়পূর্ব বা অভিজ্ঞতাপূর্ব।

কান্ট বলেন অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক অবধারন কি ভাবে সম্ভব? এই মৌলিক প্রশ্নটিকে তিনটি প্রশ্নে ভাগ করা যায়। (i) কিরূপে বিশুদ্ধ গনিত সম্ভব? (ii) কিভাবে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা সম্ভব? এবং (iii) কিভাবে অধিবিদ্যা সম্ভব? এখানে তৃতীয় প্রশ্নটির তাৎপর্য প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে পৃথক। কারন প্রথম দুটি প্রশ্ন স্বীকার করে নেয় যে, গনিত ও পদার্থবিদ্যা সর্বজনগ্রাহ্য নিঃসন্দিগ্ধ সত্য দান করে। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নটির ক্ষেত্রে এরূপ স্বীকৃতি নেই। অধিবিদ্যায় এতদূরই বলা হয় যে, অতীন্দ্রিয় সত্তা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার প্রচেষ্টা আমাদের মনে বর্তমান থাকে এবং এই প্রচেষ্টা হিসাবে অধিবিদ্যা কিভাবে সম্ভব এই প্রশ্ন আমরা তুলি। তাই অধিবিদ্যা কি ভাবে সম্ভব এই প্রশ্নটির দুটি অংশ আছে। (i) অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য মানব মনের প্রচেষ্টা হিসাবে অধিবিদ্যা কি ভাবে সম্ভব? এবং (ii) বিজ্ঞান সম্মত অধিবিদ্যা কি ভাবে সম্ভব?

এই সকল গুরুত্বপূর্ন দার্শনিক প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে কান্ট তার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সমালোচনা করে বলেন যে, বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা নির্বিচার পদ্ধতি গ্রহন করেছিলেন। তারা তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের আগে, জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি, শর্ত এবং সম্ভাবনা বিষয়ে অনুসন্ধান করার আবশ্যিকতা স্বীকার করেন নি, কিন্তু তাত্ত্বিক সমস্যা আলোচনার পূর্বে জ্ঞান সংক্রান্ত এই সকল সমস্যা আলোচনা অপরিহার্য। তাই জ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকেই কান্ট দর্শনের প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

কান্ট বলেন যে, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারন পাওয়া সম্ভব কারন আমাদের মনের অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষন ক্রিয়া করার সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ আমাদের মনের এমন একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে যার দ্বারা বাহ্য জগৎ থেকে আগত সংবেদনগুলিকে নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহন না করে অভিজ্ঞতাপূর্ব কতকগুলি সার্বিক আকারের সাহায্যে সেগুলিকে সক্রিয় ভাবে মন অর্থপূর্ন ধারনায় পরিনত করে। কান্ট বলেন অভিজ্ঞতাপূর্ব সংবেদনগুলি আমাদের জ্ঞানের উপাদান জোগায় এবং আমাদের বুদ্ধি সেই সংবেদনগুলির সার্বিক আকারে আরোপ করে। বুদ্ধির দ্বারা সংবেদনগুলি যথার্থ আকারে আকারিত না হলে কোন সংবেদনই জ্ঞান পদবাচ্য হয় না। বুদ্ধির এই সংশ্লেষিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারই হল অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক অবধারন। কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে জ্ঞানের এই পূর্বতঃসিদ্ধ উপকরন সমূহকে যথাযথ রূপে বিশ্লেষন করেছেন।

[C Part এর উত্তর লিখতে হলে a, b, c এই তিনটি Part ই একসাথে লিখতে হবে।]

Scanned with CamScanner